চতুর্থ অধ্যায় ঃ মাযারে বাতি

মাযারে মোমবাতি জ্বালানো এবং আলোকসজ্জা করা জায়েয

১নং দলীল ঃ মিশরের প্রসিদ্ধ হানাফী মুফতী আল্লামা আবদুল কাদের (রহঃ) রচিত তাহ্‌রীরুল মুখতার গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَكَذَا (اَمْرٌ جَائِزٌ) اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِجْلَالِ اَيْضًا- فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِ هِمْ تَعْظِيْمًا لَّهُمْ وَمُحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ اَيْضًا- لَايَنْبَغِى النَّهِيُ عَنْهُ -

অর্থাৎ- "অনুরূপভাবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনার্থে আওলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারের উপর ঝালর বাতি লটকানো ও মোমবাতি জ্বালানো জায়েয। কেননা, একাজের উদ্দেশ্য মহৎ। আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মোমবাতি ও তৈলের মানত করাও জায়েয। কেননা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাযারের অলীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁদের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। একাজে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া অনুচিৎ" (তাহরিরুল মুখতার)।

২নং দলীল ঃ বিশ্ববিখ্যাত ফকিহ্ ও ফতোয়া শামীর লেখক ইবনে আবেদীন (রহঃ)-এর ওস্তাদ আল্লামা আবদুল গনি নাবলুসি (রহঃ)-এর লিখিত হাদিকাতুন নাদিয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

اِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ اِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَاِتْلَافُ مَالٍ كَذَافِى الْبَزَّازِيَّةِ- وَهٰذَا اِذَاخَلَا عَنْ فَائِدَةٍ + وَاَمَّا اِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا اَوْ عَلٰى طَرِيْقٍ اَوْكَانَ هُنَاكَ اَحَدٌ جَالِسٌ

www.sunnibarta.com

اَوْكَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ اَوْعَالِمٍ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا بِرُوْحِهِ الْمُشْرِقَةِ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهِ كَاِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى الْاَرْضِ اِعْلَامًا لِلنَّاسِ اَنَّهُ وَلِيٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهِ وَيَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهُ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ اَمْرٌ جَائِزٌ لَامَانِعَ مِنْهُ فَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

অর্থাৎ- "মাযারের নিকট মোমবাতি নিয়ে যাওয়া ও জ্বালানোকে বিদআত ও অপব্যয় বলে বাজ্জাজিয়া নামক ফেকাহর কিতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন বাতি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন ফায়দা না থাকে। কিন্তু যদি কবরস্থানে কোন মসজিদ থাকে, অথবা কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয়, অথবা কোন লোক যদি তথায় বসা থাকে, অথবা উক্ত কবর যদি কোন অলীর বা বুযুর্গের কবর হয়, অথবা গভীর জ্ঞান সম্পন্ন কোন আলেমের কবর হয়- যাদের পবিত্র আত্মা জগতের উপর আলোময়ী সূর্যের মত কবর রৌশনকারী হয়। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে যদি তাঁদের কবর আলোকিত করা হয় এবং তাঁরা যে আল্লাহর অলী, তাঁদের থেকে বরকত লাভ করা উচিৎ এবং তাঁদের নিকট গিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে তা কবুল হয়-একথা লোকদের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাঁদের কবরে আলোক সজ্জা করা বৈধ কাজ। এতে নিষেধাজ্ঞার কিছুই নেই। কেননা, নিয়্যত অনুযায়ীই কর্মফল হয়ে থাকে" (হাদিকাতুন নাদিয়া)।

আল্লামা নাবলুসীর উপরোক্ত ফতোয়ায় কোন্ কোন্ কবরে বাতি জ্বালানো জায়েয- তার সংক্ষিপ্ত সার ঃ (১) কবরের সাথে মসজিদ থাকলে। (২) কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয়। (৩) কোন যিকিরকারী লোক যদি মাযারে বসা থাকে। (৪) উক্ত মাযার যদি অলী, বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেমের মাযার হয়। (৫) তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়। (৬) মানুষের কাছে একথা প্রচার করা যে, তারা প্রকৃত অলী এবং তাদের মাযার থেকে বরকত লাভ করা উচিৎ। (৭) তাঁদের মাযারে সহজে দোয়া কবুল হয়। এসব অবস্থায় বাতি জ্বালানো জায়েয।

৩নং দলীল ঃ মদিনা মুনাওয়ারার রওযা মোবারক এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাযার শরীফে বাতি জ্বালানো হয়। তুরস্কের খিলাফত যুগে আরবের সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারতের সুবিধার জন্য বাতি জ্বালানো হতো। কিন্তু সৌদী

www.sunnibarta.com

আরবের বর্তমান ওহাবী সরকার ক্ষমতায় এসে তা বন্ধ করে দিয়েছে এবং সমস্ত মাযার ধ্বংস করে ফেলেছে। অথচ আরব দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের মাযার সমূহে বর্তমানেও বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ- ইরাক ও বাগদাদ, কুফা, নজফ, কারবালা ও মুসেল শহরে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ), হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম, হযরত শীষ আলাইহিস সালামের পবিত্র মাযার সমূহ রাত্রে অসংখ্য বাতি দ্বারা আলোক সজ্জিত করা হয়। অধম লেখক তাঁদের পবিত্র মাযার সমূহ যিয়ারত করে এ সব ঝালর বাতি ও গিলাফ দেখে এসেছে। উপরোক্ত কিতাবের ফতোয়া অনুযায়ী মাযার আলোকময় করা শুধু আরব দেশেই সীমাবদ্ধ নয় বরং পাকিস্তানের দাতা গঞ্জে বখ্‌স্ সাহেবের মাযার, হিন্দুস্তানের খাজা আজমেরী (রঃ)-এর মাযার ও বাংলাদেশের অসংখ্য মাযার মোমবাতি ও বিদ্যুতের বাতি দ্বারা আলোকময় করা হয়ে থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে- ইনশা আল্লাহ।

শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর মাযার শরীফ।

www.sunnibarta.com